ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG. 26 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজম নাছির গ্রুপ—কাদের গ্রুপ সংঘর্ষ

চট্টগ্রামে কমার্স কলেজে গোলাগুলি, আহত ৫ গ্রেপ্তার ১০৩

চট্টগ্রাম অফিস : নগরীর আগ্রাবাদস্থ সরকারি কমার্স কলেজ দখল নিয়ে গতকাল বুধবার দুপুরে ছাত্রলীগের বিবদমান আ জ ম নাছির গ্রুপ এবং কাদের গ্রুপের মধ্যে আধা ঘন্টাব্যাপী গুলিবিনিময় এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়। এ ব্যাপারে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৬২ জনসহ ১০৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃতরা কাদের গ্রুপের সদস্য এবং অধিকাংশই নানা বস্তির সন্ত্রাসী বলে পুলিশ জানায়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্র জানায়, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে কাদের গ্রুপের সমর্থক ছাত্রলীগ নেতা শাখাওয়াত হোসেন বাবুলের নেতৃত্বে দুটি ট্রাকযোগে বিপুলসংখ্যক যুবক কমার্স কলেজ গেটে যায়। এর মধ্যে বাবুলসহ কয়েকজন কলেজে প্রবেশের মুহূর্তে প্রতিপক্ষ গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় বাবুলকে হত্যার গুজব ছড়িয়ে পড়লে কলেজ এলাকায় গোলাগুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ শুরু হয়ে যায়। আধা ঘন্টাব্যাপী এ সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে বাবুলের নাম জানা গেছে। এ ঘটনার পর ডবলমুরিং থানার বিপুলসংখ্যক পুলিশ কমার্স কলেজ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ৬২ জনকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে তিন-চারজন কমার্স কলেজের ছাত্র, বাকিরা বহিরাগত।

এদিকে, গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কাদের গ্রুপের সমর্থকরা নাছিরাবাদ টিটিসিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেখান থেকে দুটি ট্রাকযোগে যুবকরা লালদীঘিরপাড় সিএমপি হেডকোয়ার্টারের সামনে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা চালায়। রাস্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে সিএমপি হেডকোয়ার্টারের সামনে থেকে কাদের গ্রুপের ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অধিকাংশই টিটিসির ছাত্র বলে পুলিশ জানায়। কমার্স কলেজের ঘটনার ব্যাপারে গতকাল রাত পর্যন্ত ডবলমুরিং থানায় কোনো মামলা হয়নি।